IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 30, Issue 9, Series 1 (September, 2025) 154-159
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

ন্যায়-বৈশেষিক থেকে রঘুনাথ শিরোমণি : বিশেষ পদার্থের সাধক প্রমাণের তাত্ত্বিক বিবর্তন

(From Nyāya–Vaiśeṣika to Raghunātha Śiromaṇi: The Theoretical Evolution of Sādhaka–Pramāṇa for Viśeṣa–Padārtha)

Sourav Majumder
SACT-I, Dept. of Philosophy
Katwa College

সারসংক্ষেপ :

বৈশেষিক দর্শনে বিশেষ পদার্থের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ পদার্থ স্বীকারের জন্যই এই দর্শনকে বৈশেষিক দর্শন বলা হয়ে থাকে। বৈশেষিক দর্শন পরমাণুবাদের সমর্থক। তাঁরা ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই চারটি অনিত্য দ্রব্যের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য অংশকে পরমাণু বলেছেন। পরমাণুসমূহ হল নিত্য, অবিনাশী এবং নিরবয়ব। দুটি পরমাণুর সংযোগে একটি দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ দুটি ক্ষিতি পরমাণুর সংযোগে একটি ক্ষিতি দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। তিন বা ততোধিক পরমাণুর দ্বারা দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয় না। তাই দ্ব্যণুকের অবয়বরূপে পরমাণুদ্বয়ের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। এরূপ দুটি সজাতীয় পরমাণুর পারস্পরিক ব্যাবৃত্তির জন্য প্রত্যেক পরমাণুতে একটি করে ভিন্ন বিশেষ স্বীকার করেছেন। এটিই বৈশেষিক দর্শনের অভিনবত্ব। এখন প্রশ্ন হল, বিশেষের সাধক প্রমাণ কি? এ বিষয়ে বৈশেষিকগণ বলেন, বিশেষ পদার্থের সাধক প্রমাণ হল যোগীদের ক্ষেত্রে যোগজ প্রত্যক্ষ এবং অযোগীদের ক্ষেত্রে অনুমান প্রমাণ। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি বলেছেন বিশেষ পদার্থ যে যোগীগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই। বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে পূর্বপক্ষী হিসেবে নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মত এবং সিদ্ধান্তপক্ষী হিসেবে ন্যায়-বৈশেষিক মত উল্লেখ করেছি। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মত এবং ন্যায়-বৈশেষিক মত বিস্তারিত আলোচনা করে উভয়ের প্রেক্ষিতে একটি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি।

শব্দ সংকেত : পদ, পদার্থ, নিত্যদ্রব্য, বিশেষ, ভেদকধর্ম, স্বতঃব্যাবৃত্ত, যোগজপ্রত্যক্ষ, অনুমান।

মূল বিষয়বস্তু :

বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত সাতটি পদার্থের মধ্যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সামান্যের পর পঞ্চম পদার্থ হল বিশেষ পদার্থ। অনেকের মতে, বিশেষ পদার্থ স্বীকার করার জন্যই এই সম্প্রদায় বৈশেষিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। আর যেহেতু 'বিশেষ' পদার্থকে স্বীকার করার জন্যই এই সম্প্রদায় বৈশেষিক সম্প্রদায় নামে পরিচিত, তাই এই দর্শনে বিশেষ পদার্থের গুরুত্ব সমধিক। সাধারণ অর্থে বিশেষ পদার্থ হল তা-ই যা কোন কিছুকে বিশিষ্ট করে, অর্থাৎ অন্যের থেকে ব্যাবৃত্ত করে। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' শব্দটি দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় - এক অর্থে বিশেষ হল অপরসামান্য, যা অনুগত প্রতীতি এবং ব্যাবৃত্তি প্রতীতি উভয়েরই জনক হয়। যেমনঃ ঘটত্ব। কারণ ঘটত্ব জাতি সকল ঘটে অনুবৃত্তি জ্ঞানের জনক হয় এবং ঘট ভিন্ন পট ইত্যাদি পদার্থ থেকে তাদের ব্যাবৃত্তি জ্ঞানও উৎপন্ন করে। আর অন্য অর্থে বিশেষ হল স্বতঃব্যাবৃত্ত, যা প্রত্যেকটি নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে এবং যা নিজ আশ্রয় নিত্যদ্রব্যটিকে অন্যান্য নিত্যদ্রব্য থেকে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক করে। উল্লেখ্য যে, এই স্বতঃব্যাবৃত্ত বিশেষ প্রত্যেকটি নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে – একথার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেকটি নিত্যদ্রব্যে একই বিশেষ সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে, বরং বৈশেষিক মতে, প্রত্যেকটি নিত্যদ্রব্যে একটি করে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে। আরও উল্লেখ্য যে, 'বৈশেষিক সূত্র' -এ এই স্বতঃব্যাবৃত্ত বিশেষ পদার্থের লক্ষণের বীজ নিহিত থাকলেও সুস্পষ্ট কোনো লক্ষণ আমরা পাই না। ভাষ্যকার আচার্য্য প্রশস্তপাদ সূত্রোক্ত বিশেষ পদার্থের লক্ষণের বীজকে অবলম্বন করেই বৈশেষিক সম্মত বিশেষ পদার্থের স্পষ্ট লক্ষণ উল্লেখ করেন।

বিশেষের স্বরূপ : আচার্য্য প্রশস্তপাদ তাঁর "পদার্থধর্মসংগ্রহ" গ্রন্থে বিশেষ পদার্থের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন,

"নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো অন্ত্যা বিশেষাঃ।"[১]

অর্থাৎ বিশেষ পদার্থ হল অন্ত্য এবং নিত্যদ্রব্যবৃত্তিমান পদার্থ। বিশেষ পদার্থের উক্ত লক্ষণ পর্যালোচনা করে দেখতে পাই যে, বিশেষ পদার্থের লক্ষণ স্থিত 'অন্ত্য' পদটি হল বিশেষের লক্ষণসূচক এবং বহুবচনান্ত 'বিশেষাঃ' পদটি হল লক্ষ্যসূচক এবং 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তি' পদটি হল বিশেষের আশ্রয়সূচক। আচার্য প্রশস্তপাদ পরীক্ষাপ্রকরণে বলেছেন-

"অন্তেষু ভবা অন্ত্যাঃ স্বাশ্রয়বিশেষকত্বাদ্বিশেষাঃ"[২]

অর্থাৎ যারা অন্তে থাকে তারা অন্ত্য, তারা নিজেদের আশ্রয়কে বিশেষিত বা ব্যাবৃত্ত করে বলে তাদের বিশেষ বলা হয়।

ন্যায়সূত্র-এ 'বিশেষ' নামক পদার্থ উদ্দিষ্ট না হলেও ভাষ্যকার বাৎসায়নের "আত্ম-শরীর" ইত্যাদি প্রমেয় সূত্রের ভাষ্যের উপসংহারে-

"অস্ত্যন্যদপি দ্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়াঃ প্রমেয়ম্"[৩]

এই কথার উল্লেখ থেকে অনুমান করতে পারি। আবার, নব্য-নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ, অন্নংভট্টও বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেছেন। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জগৎ-রূপ ভাবকার্য্যের সমবায়ী কারণ হল পরমাণুদ্বয় এবং অসমবায়ী কারণ হল পরমাণু সংযোগ। তাঁদের মতে, দুটি পরমাণুর মধ্যে ভেদ সিদ্ধি না হলে দুটি পরমাণুর সংযোগ ব্যাখ্যা করা যায় না। আর দুটি পরমাণুর সংযোগ ব্যাখ্যা করা না গেলে জগতের সৃষ্টিও ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই তাঁরা পরমাণুসমূহের ভেদ সিদ্ধির জন্য বিশেষ স্বীকার করেছেন। তবে তাঁদের মতে, ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ -পরমাণুর পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধির জন্য এই বিশেষ পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। কেননা, ঐ সকল পরমাণুর গুণগত তারতম্যের দ্বারাই তাদের ভেদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু দুটি ক্ষিতি পরমাণুর, দুটি অপ পরমাণু, দুটি তেজ পরমাণু ও দুটি মরুৎ পরমাণুর একটিকে অপরটি থেকে ব্যাবৃত্ত করার জন্য প্রত্যেকটি পরমাণুতে একটি করে ভিন্ন বিশেষ স্বীকার করতে হয়।

এই সজাতীয় নিত্যদ্রব্যের ভেদক ধর্ম দ্রব্য হতে পারে না, কেননা পরমাণু ইত্যাদি নিত্যদ্রব্যগুলি নিরাবয়ব। আবার এই সজাতীয় নিত্যদ্রব্যের ভেদক ধর্ম গুণও হতে পারে না, কেননা গুণ বিজাতীয় নিত্যদ্রব্যের ভেদক হলেও সজাতীয় নিত্যদ্রব্যের ভেদক হতে পারে না। আবার কর্মও এই সজাতীয় নিত্যদ্রব্যের ভেদক ধর্ম হতে পারে না, এছাড়াও আকাশ, কাল, দিক -এই নিত্যদ্রব্য গুলিতে কর্ম থাকে না। আর পরমাণু ও মনে কর্ম থাকলেও প্রলয়কালে তাতে কোন কর্ম থাকে না। যদিও সৃষ্টিকালে পরমাণু ও মনে কর্ম থাকে, তবে কোন পরমাণুতে কখন কোন কর্ম থাকে নির্ধারণ করা যায় না এবং কর্ম যেহেতু পঞ্চম ক্ষণে বিনষ্ট হয়ে যায় সেহেতু তার দ্বারা ভেদ জানা যেতে পারে না। আবার জাতি বা সামান্যও এই সজাতীয় নিত্যদ্রব্যের ভেদক ধর্ম হতে পারে না, কেননা সামান্য বা জাতি বিজাতীয় নিত্যদ্রব্যের ভেদক হলেও সজাতীয় নিত্যদ্রব্যের ভেদক হতে পারে না। যেমনঃ একটি ক্ষিতি পরমাণুতে যে জাতি থাকে অপর একটি ক্ষিতি পরমাণুতেও সেই একই জাতি থাকে বলে ঐ জাতি ক্ষিতি পরমাণু দুটির পরস্পরের ব্যাবর্তক হতে পারবে না। অভাবও ভাবের ভেদক ধর্ম হতে পারে না, কেননা অভাবকে ভেদক বা ব্যাবর্তক স্বীকার করলে ব্যভিচারের আপত্তি হয়। আবার সমবায়ও সজাতীয় নিত্যদ্রব্যের ভেদক হতে পারে না। কেননা, সমবায় দ্রব্য, গুণ, কর্মে থাকে। অতএব সজাতীয় নিত্যদ্রব্যের ভেদক ধর্ম হিসেবে বিশেষ নামক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করতে হয়।

এখন প্রশ্ন হল, বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব সাধক প্রমাণ কী? বৈশেষিক মতে, বিশেষের অস্তিত্ব সাধক প্রমাণ হল যোগীর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং অযোগীর ক্ষেত্রে অনুমান প্রমাণ।

যোগীর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ :

আচার্য্য প্রশস্তপাদ বলেন, যোগীগণ পরমাণু প্রভৃতি সজাতীয় নিত্যদ্রব্য গুলির পরস্পর ভেদ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। আর যোগীগণের সেই ভেদ প্রত্যক্ষের নিমিত্ত হল বিশেষ পদার্থ। কেননা যোগীগণ এক পরমাণুতে একটি বিশেষ এবং অন্য পরমাণুতে অপর একটি ভিন্ন বিশেষ প্রত্যক্ষ করে দুটি পরমাণুর পরস্পর ভেদ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। তাঁর মতে, আমরা যেমন তুল্য আকৃতি বা অবয়ব সংযোগবিশেষ দেখে গরুকে অশ্ব থেকে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক করতে পারি, আবার শুক্ল গুণ দেখে যেমন আমরা কোন শুক্ল বর্ণের গরুকে কৃষ্ণ বর্ণাদির গরু থেকে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক করতে পারি, বা কোন গরুর দ্রুত গতিরূপ ক্রিয়া দেখে 'এই গরুটি দ্রুত গতিসম্পন্ন' এইরূপ ভেদ বুঝতে পারি, বা কোন গরুর গলায় ঘন্টা বাঁধা আছে দেখে 'এই গরুটি ঘন্টাযুক্ত' এইরূপ ভেদ বুঝতে পারি। তেমনি যোগীদের সজাতীয় পরমাণুদ্বয়ে, মুক্ত আত্মদ্বয়ে 'অয়মস্মাৎ বিলক্ষণঃ', 'অয়মস্মাৎ বিলক্ষণঃ' এইরকম বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। এই বিলক্ষণ প্রতীতির অনুরোধে প্রতিটি পরমাণুতে বিশেষ স্বীকৃত হয়ে থাকে। যোগীরাও পরমাণু ইত্যাদি নিত্যদ্রব্যে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ দেখে সেই বিশেষ'কে নিমিত্ত করে পরমাণু ইত্যাদি নিত্যদ্রব্যের পারস্পরিক ভেদ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। কেননা যোগীগণের দীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর যোগাভ্যাসের দ্বারা তাঁদের আত্মায় এক বিশেষ প্রকার ধর্ম উৎপন্ন হয়, যাকে বলা হয় যোগজ ধর্ম। আর এই যোগজ ধর্মের দ্বারাই যোগীগণ দেশ ও কালের গণ্ডী পেরিয়ে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ -ত্রৈকালিক সকল বস্তু – অতি দূরবর্তী ও নিকটবর্তী বস্তু, অতি সূক্ষ্ম ও অতি বিরাট বস্তু প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

এখনে প্রশ্ন হতে পারে, যোগীরা যখন যোগজ ধর্মের দ্বারাই নিত্যদ্রব্যের পরস্পর ভেদ প্রত্যক্ষ করে থাকেন তখন তার জন্য বিশেষ পদার্থকে নিমিত্ত বলার প্রয়োজন কি? বিশেষ পদার্থ স্বীকার না করেও যোগজ ধর্ম থেকে যোগীগণের ভেদবুদ্ধি উপপন্ন হতে পারে।

এখনে প্রশ্ন হতে পারে, যোগীরা যখন যোগজ ধর্মের দ্বারাই নিত্যদ্রব্যের পরস্পর ভেদ প্রত্যক্ষ করে থাকেন তখন তার জন্য বিশেষ পদার্থকে নিমিত্ত বলার প্রয়োজন কি? বিশেষ পদার্থ স্বীকার না করেও যোগজ ধর্ম থেকে যোগীগণের ভেদবুদ্ধি উপপন্ন হতে পারে।

এর উত্তরে আচার্য্য প্রশস্তপাদ বলেন, যোগীর যোগজধর্ম দ্বারা যেমন অশুক্ল দ্রব্যে শুক্ল জ্ঞান হয় না, তেমনি একেবারে অজ্ঞাত বস্তু বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞাও হয় না। আর যদি অশুক্ল দ্রব্যে শুক্ল জ্ঞান হয় এবং একেবারে অজ্ঞাত বস্তু বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহলে সেই জ্ঞান মিথ্যা বা ভ্রম হয়। সেরকম পরমাণুগুলিতে যদি বিশেষ স্বীকার না করা হয় তবে সজাতীয় পরমাণুগুলিতে কোন ভেদক ধর্ম না থাকায় তারা পরস্পর ভেদ রহিত হবে। ভেদ রহিত পরমাণুতে যোগজ ধর্মের দ্বারা ভেদ জ্ঞান হলে তা ভ্রম বা মিথ্যা হয়ে যাবে। সুতরাং যোগীদের যোগজ ধর্মের দ্বারা পরমাণুগুলিতে ভেদজ্ঞান হয় না। বিশেষই পরমাণু প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যগুলিতে ভেদ জ্ঞান জন্মায়। যোগীরা নিত্যদ্রব্যগুলিতে বিশেষ প্রত্যক্ষ করে থাকেন। প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিশেষ পদার্থের অপলাপ করা যায় না। অতএব যোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ পদার্থ সম্বন্ধে প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ।

অযোগীর ক্ষেত্রে অনুমান প্রমাণ :

বৈশেষিক মতে, অযোগীর ক্ষেত্রে বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব সাধক প্রমাণ হল অনুমান প্রমাণ। বল্লভাচার্য্য তাঁর *ন্যায়লীলাবতী* গ্রন্থে বলেছেন যে, বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব সাধক অনুমানটি হল-

"সমানজাতি গুণকর্মাণঃ পরমাণবো ব্যাবর্তকধর্ম সম্বন্ধিনঃ যথার্থ ব্যাবৃত্ত জ্ঞান বিষয়ত্বাৎ ঘটাদিবৎ"[৪]

সমান জাতি, গুণ, ক্রিয়া বিশিষ্ট পরমাণুসমূহের ব্যাবর্তক ধর্ম স্বীকার করতে হয় যেহেতু তারা যথার্থ ভেদবুদ্ধির বিষয় হয়। ঘট থেকে শুরু করে দ্ব্যণুক পর্যন্ত সাবয়ব অনিত্য বস্তুসমূহের ভেদ তাদের জাতি, গুণ, অবয়ব প্রভৃতির দ্বারা হয়ে থাকে। কিন্তু সজাতীয় পরমাণুগুলির ভেদ এই অবয়ব, গুণ, জাতি প্রভৃতির দ্বারা জানা যায় না। কারণ পরমাণুগুলি নিরাবয়ব হওয়ায় অবয়ব দ্বারা এদের ভেদ করা সম্ভব হয় না। আবার সামান্য কখনো সজাতীয়দের পরস্পর ব্যাবর্তক না হওয়ায় জাতি বা সামান্য দ্বারাও সজাতীয় পরমাণুগুলির ভেদ করা সম্ভব হয় না। আবার দুটি সজাতীয় পরমাণুর গুণও তাদের ভেদক হতে পারে না, কারণ প্রত্যেকটি গুণই জাতি-বিশিষ্ট হয়। আর প্রত্যেকটি গুণ জাতি-বিশিষ্ট হওয়ায় সজাতীয় পরমাণুর গুণগুলিও সজাতীয় হবে। আর সজাতীয় পরমাণুর গুণগুলি সজাতীয় হওয়ায় ঐ সজাতীয় গুণগুলির দ্বারা আর ঐ সজাতীয় পরমাণুর ভেদ সাধিত হতে পারে না। তাই প্রশস্তপাদ দুটি সজাতীয় পরমাণুর ভেদক হিসেবে বিশেষ পদার্থকে স্বীকার করেছেন।

বৈশেষিক মতে, প্রত্যেক পরমাণুতেই বিশেষ স্বীকার করতে হয়। বৈশেষিক মতে, প্রত্যেক নিত্যদ্রব্যেই একটি করে বিশেষ আছে। তাঁদের মতে, বদ্ধ আত্মাকে তার নিজস্ব সুখ-দুঃখাদির দ্বারা অন্য আত্মা থেকে ব্যাবৃত্ত করা যায়। কিন্তু সকল মুক্ত আত্মা সমান গুণবিশিষ্ট এবং একই আত্মত্ব জাতি-বিশিষ্ট হওয়ায় তাদের ভেদ সিদ্ধির জন্য প্রত্যেক আত্মায় একটি করে বিশেষ স্বীকার করা হয়।

মনে বিশেষ স্বীকার করা হয়েছে কারণ, ন্যায়-বৈশেষিক মতে, মন নামক দ্রব্য হল অসংখ্য ও সমান-ধর্ম-বিশিষ্ট(মনস্ত্ব)। আর যেহেতু মন সমান-ধর্ম-বিশিষ্ট সেহেতু তাদের ভেদ সিদ্ধির জন্য প্রত্যেকটি মনেও একটি করে বিশেষ স্বীকার করা হয়। এখন প্রশ্ন হল, সজাতীয় সমানগুণধর্মবিশিষ্ট নিত্যদ্রব্যের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধির জন্যই যদি বিশেষ পদার্থ স্বীকার করা হয় তাহলে আকাশ, কাল ও দিক -এই তিনটি নিত্যদ্রব্যে বিশেষ স্বীকার করা হল কেন? কেননা, এই তিনটি নিত্যদ্রব্যই সজাতীয়-রহিত অর্থাৎ দ্বিতীয়-রহিত অর্থাৎ এক।

আকাশে শব্দ নামক বিশেষ গুণ থাকায় তার দ্বারা আকাশকে কাল ও দিক থেকে ব্যাবৃত্ত করা যায়। কিন্তু কাল ও দিক সমানগুণধর্মবিশিষ্ট হওয়ায় এবং উভয়ই কোন জাতি বিশিষ্ট না হওয়ায় বা কোন বিশেষ গুণ কাল ও দিকে না থাকায় কাল ও দিকের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধির জন্য কাল ও দিকে একটি করে বিশেষ স্বীকার করা হয়েছে।

আকাশে বিশেষ স্বীকার করা হয় আকাশে যে সমবায়িকারণতা আছে তার অবচ্ছেদক হিসেবে। অর্থাৎ ন্যায়-বৈশেষিক মতে, শব্দের সমবায়িকারণ হল আকাশ। আর যেহেতু আকাশ শব্দের সমবায়িকারণ সেহেতু এই কারণতার অবচ্ছেদক হিসেবে একটি ধর্ম অবশ্যই থাকবে। কেননা আমরা জানি যে, কোন পদার্থ একটি বিশেষ ধর্মবশতঃই কারণ রূপে কাজ করতে পারে, যাকে বলা হয় কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম। কিন্তু আকাশে শব্দসমবায়ি-কারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম কি হবে? তাহলে কি আকাশে সর্বদা বর্তমান একত্বসংখ্যা, পরমমহৎপরিমাণ ও এক পৃথকত্ব -এই তিনটি গুণের কোন একটি হবে? অথবা এই তিনটি গুণই হবে? *প্রথমত,* এই তিনটি গুণের কোন একটিকে শব্দসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। কেননা এই তিনটির গুণের কোন একটিকে গ্রহণের পক্ষে কোন বিনিগমনা অর্থাৎ অনুকূল যুক্তি নেই। *দ্বিতীয়ত,* এই তিনটি গুণকেই একসঙ্গে শব্দসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। কেননা, যদি আকাশের এই তিনটি গুণকেই শব্দসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে গৌরব দোষ হয়। তাই এই গৌরব দোষ পরিহারের জন্য শব্দসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে লাঘব বশতঃ আকাশে বিশেষ স্বীকার করা হয়।

কেউ কেউ বলেন প্রলয়কালে মুক্ত আত্মা, আকাশ, কাল, দিক, সমানগুণবিশিষ্ট হয় তাদের ভেদের জন্য বিশেষ স্বীকার করতে হয়।

আচার্য উদয়ন "*পদার্থধর্মসংগ্রহ*" নামক প্রশস্তপাদভাষ্যের উপর রচিত তাঁর *"কিরণাবলী"* টীকাতে বিশেষ পদার্থ স্বীকৃতির সপক্ষে বলেন, দ্ব্যণুক ইত্যাদি অনিত্য দ্রব্যের আশ্রয় হল পরমাণু। আর যেহেতু দ্ব্যণুক ইত্যাদি অনিত্য দ্রব্যের আশ্রয় হল পরমাণু সেহেতু দ্ব্যণুকাদির পারস্পরিক ভেদ বা ব্যাবৃত্তবুদ্ধি উৎপন্ন হয় তার আশ্রয়রূপ পরমাণু ইত্যাদির দ্বারা। কিন্তু আশ্রয়রহিত, সমানজাতীয় এবং সমানগুণকর্মবিশিষ্ট নিত্যদ্রব্যগুলির কোন ভেদকধর্ম অবশ্যই থাকবে। যেহেতু নিত্যদ্রব্যগুলি প্রত্যেকে পরস্পর পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। আর উদয়নের মতে, সেই ভেদকধর্ম হল বিশেষ পদার্থ। তাই তিনি বলেছেন-

"নিত্যেষু তু দ্রব্যেষু আশ্রয়রহিতেষু সমানজাতীয়েষু সমানগুণকর্মষু চ ভবিতব্যং ব্যাবর্তকেন কেনচিদ্ধর্মেণ ব্যাবৃত্তত্বাৎ"[৫]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে গুণাদিতে বিশেষ স্বীকৃত নয়, কেননা আশ্রয় বিশেষের দ্বারাই তাদের ব্যাবৃত্তি উপপন্ন হয়। কেবল নিত্যদ্রব্যগুলিতেই বিশেষ স্বীকৃত হয়ে থাকে।

বিশেষের সাধক প্রমাণ বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক ও রঘুনাথ শিরোমণির মত :

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জগৎ-রূপ ভাবকার্য্যের সমবায়ী কারণ হল পরমাণু এবং অসমবায়ী কারণ হল পরমাণু সংযোগ। তাঁদের মতে, দুটি পরমাণুর মধ্যে ভেদ সিদ্ধি না হলে দুটি পরমাণুর সংযোগ ব্যাখ্যা করা যায়। আর দুটি পরমাণুর সংযোগ ব্যাখ্যা করা না গেলে জগতের সৃষ্টিও ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই তাঁরা পরমাণুসমূহের ভেদ সিদ্ধির জন্য বিশেষ স্বীকার করেছেন। তবে তাঁদের মতে, যে কেবল প্রত্যেক পরমাণুতেই বিশেষ আছে তাই নয়, বরং প্রত্যেক নিত্যদ্রব্যেই একটি করে বিশেষ আছে। এখন প্রশ্ন হল বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব সাধক প্রমাণ কী? এর উত্তরে বৈশেষিকগণ বলেন, বিশেষ পদার্থের সাধক প্রমাণ হল যোগীদের ক্ষেত্রে যোগজ প্রত্যক্ষ এবং অযোগীদের ক্ষেত্রে অনুমান প্রমাণ। তাঁদের মতে, যোগজ ধর্মের মাধ্যমে মনের দ্বারা যুক্তযোগীর আত্মা, আকাশ, সূক্ষ্মতম পরমাণু প্রভৃতি বিষয়ে সব সময় জ্ঞান হয়ে থাকে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, এমনকি তাঁরা যোগজধর্মসহকৃত মনের দ্বারা প্রত্যেক নিত্যদ্রব্যে যে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ পদার্থ বর্তমান তাও প্রত্যক্ষ করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ প্রত্যক্ষ করেন। তাই ন্যায়-বৈশেষিক মতে, বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব সাধক অন্যতম একটি প্রমাণ হল যোগজ প্রত্যক্ষ। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি এরূপ মত স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, বিশেষ পদার্থ যে যোগীগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই। তাই তিনি বলেছেন-

"এবং তর্হি ত এব সশপথং পৃচ্ছ্যন্তাং কিমেতেহতিরিক্তং বিশেষমীক্ষন্তে ন বেতি।"[৬]

অর্থাৎ তাঁর মতে, যোগীর প্রত্যক্ষ যদি বিশেষের সাধক হয়, তাহলে শপথ পূর্বক যোগীগণকে জিজ্ঞাসা করুন -তাঁরা নিত্যদ্রব্যে বিশেষ পদার্থ প্রত্যক্ষ করেন কি-না? অর্থাৎ তাঁর এ কথার তাৎপর্য হল বিশেষ পদার্থ যে যোগীগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই। কাজেই তাঁর মতে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও সমবায় এই পাঁচটি ভাব পদার্থের অতিরিক্ত বিশেষ পদার্থ স্বীকৃত হতে পারে না। ন্যায়-বৈশেষিক মতকে অনুসরণ করে এর উত্তরে বলা যায় যে, ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত বিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে অন্যতম একটি প্রমাণ হল যোগজ প্রত্যক্ষ। আর এটি যে প্রমাণ তার প্রমাণ হল শ্রুতি প্রমাণ, যা এই অধ্যায়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেহেতু যোগজ প্রত্যক্ষ সম্পর্কে শ্রুতি প্রমাণ আছে তাই এই প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা সমীচীন হবে না বলে আমার মনে হয়। কাজেই বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব সাধক প্রমাণ নেই একথা বলা যায় না। কেননা ন্যায়-বৈশেষিক মতে, বিশেষ পদার্থের সাধক প্রমাণ হল দুটি, যথাঃ যোগীর ক্ষেত্রে তা হল যোগজ প্রত্যক্ষ এবং অযোগীর ক্ষেত্রে হল অনুমান প্রমাণ।

সিদ্ধান্ত :

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে পরিশেষে বলতে পারি যে, সজাতীয় দুটি পরমাণু এবং দুটি নিত্যদ্রব্যের পারস্পরিক ভেদের জন্য প্রত্যেকটি নিত্যদ্রব্যে যে একটি করে ভিন্ন বিশেষ স্বীকার করা হয়েছে সেটি ভারতীয় দর্শনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কেননা নব্য-ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন ছাড়া অন্য কোন দর্শনেই বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেননি। আরও উল্লেখ্য দুটি সজাতীয় পরমাণুর ভেদ অনোন্যাভাব এবং পৃথকত্ব গুণ দ্বারাও হতে পারে না। কেননা বৈধর্ম সিদ্ধ না হলে দুটি পদার্থের অনোন্যাভাব এবং পৃথকত্ব সিদ্ধ হতে না। কিন্তু দুটি সজাতীয় পরমাণুর বৈধর্ম থাকতে পারে না। ফলে অনোন্যাভাব এবং পৃথকত্বও দুটি সজাতীয় পরমাণুর ভেদক হতে পারে না। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয় নিত্যদ্রব্যগুলির পারস্পরিক ভেদের জন্য প্রত্যেক নিত্যদ্রব্যে একটি করে ভিন্ন বিশেষ পদার্থ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত বলে আমার মনে হয়। আর ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ যুক্তি দ্বারা দেখিয়েছেন যে যোগজ প্রত্যক্ষ যে প্রমাণ তার প্রমাণ হল শ্রুতি প্রমাণ। তাই এই প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা সমীচীন হবে না বলে আমার মনে হয়। কাজেই বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব সাধক প্রমাণ নেই একথা বলা যায় না। কেননা ন্যায়-বৈশেষিক মতে, বিশেষ পদার্থের সাধক প্রমাণ হল দুটি, যথাঃ যোগীর ক্ষেত্রে তা হল যোগজ প্রত্যক্ষ এবং অযোগীর ক্ষেত্রে হল অনুমান প্রমাণ।

তথ্যসূত্র :

১. প্রশস্তপাদাচার্যের *প্রশস্তপাদভাষ্যম্* (ভাষ্যানুবাদ বিবৃতি-ন্যায়কন্দলী তদনুবাদসহিতম), দ্বিতীয় ভাগঃ, দন্ডিস্বামী দামোদরাশ্রামঃ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা- ২৩০।

২. প্রশস্তপাদাচার্যের *প্রশস্তপাদভাষ্যম্* (ভাষ্যানুবাদ বিবৃতি-ন্যায়কন্দলী তদনুবাদসহিতম), দ্বিতীয় ভাগঃ, দন্ডিস্বামী দামোদরাশ্রামঃ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা- ২৪০।

৩. তর্কবাগীশ ফণিভূষণ , *ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য* (বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত), পৃ-১৯৭।

৪. শ্রীকেশবমিশ্রবিরচিতা *তর্কভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড) বঙ্গানুবাদ-বিবৃতিসহিতা, শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৯, পৃষ্ঠা- ৩৫৮।

৫. শাস্ত্রী শ্রীগৌরীনাথ , উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী* (বিস্তৃত বিবৃতি ও অনুবাদ সহিত), সাহিত্য আকাদেমী , নিউ দিল্লি, পৃষ্ঠা-২৪১।

৬. রঘুনাথ শিরোমণি বিরচিত *পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণম্,* মধুসূদন ভট্টাচার্য ন্যায়াচার্য, সংস্কৃত কলেজ ,কলকাতা , ১৯৭৬, পৃষ্ঠা- ২০।

গ্রন্থপঞ্জী:

- কর শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়াচার্য, শ্রীকেশবমিশ্রবিরচিতা *তর্কভাষা* (দ্বিতীয় খণ্ড) বঙ্গানুবাদ-বিবৃতিসহিতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯।
- গাঙ্গুলী শর্বাণী , কেশবমিশ্র প্রণীত *তর্কভাষা*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার , কলকাতা-৬।
- গোস্বামী নারায়নচন্দ্র , অন্নংভট্ট বিরচিতঃ *তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ*, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার , কলকাতা-৬।
- তর্কবাগীশ ফণিভূষণ , *ন্যায়দর্শন (গৌতমসূত্র) ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য* (বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত) , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
- তর্করত্ন শ্রীপঞ্চানন , *বৈশেষিক দর্শনম্*, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রোমেশিন প্রেস , ১৩১৩।
- দামোদরাশ্রামঃ দন্ডিস্বামী , প্রশস্তপাদাচার্যের *প্রশস্তপাদভাষ্যম্* (ভাষ্যানুবাদ বিবৃতি-ন্যায়কন্দলী তদনুবাদসহিতম) , সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার , কলকাতা-৬।
- ভট্টাচার্য্য মধুসূদন ন্যায়াচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণির *পদার্থতত্ত্ব-নিরূপণম্,* সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৭৬,
- ভট্টাচার্য্য শ্রীমোহন ও শাস্ত্রী শ্রীদীনেশচন্দ্র , *ভারতীয় দর্শনকোষ*, সংস্কৃত কলেজ ,কলকাতা , ১৯৫৮।
- মুখোপাধ্যায় শ্রীগোপালচন্দ্র তর্কতীর্থ , আচার্য শ্রীবিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদ* (কারিকাবলী ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর সবিশদ বঙ্গানুবাদ) , বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় , ১৯৮০।
- শাস্ত্রী শ্রীগৌরীনাথ , উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী* (বিস্তৃত বিবৃতি ও অনুবাদ সহিত), সাহিত্য আকাদেমী , নিউ দিল্লি ।
- শুক্লা হরিরাম শাস্ত্রী, বিশ্বনাথ পঞ্চানন ভট্টাচার্যের *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,* চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারানসী। ১৯৮৯।